আলমডাঙ্গায় সনদ জালিয়াতি করে লাইব্রেরিয়ানের চাকরি !

আলমডাঙ্গা পাইলট মাধ্যমিক বালিকা বিদ্যালয়ে গ্রন্থগারিক (লাইব্রেরিয়ান) শিক্ষক কুলছুম খাতুনের বিরুদ্ধে ভুয়া সনদে চাকুরির অভিযোগ উঠেছে। তিনি পাবনা জেলার সাথিয়া উপজেলার বাসিন্দা। গত ১৮ অক্টোবর ২০১০ সালে তিনি ৮ লাখ টাকা বিনিময়ে আলমডাঙ্গা পাইলট মাধ্যমিক বিদ্যালয়ে যোগদান করেন। ২০১৯ সালের ২৪ শে জানুয়ারি বেসরকারি শিক্ষক নিবন্ধন ও প্রত্যয়ন কতৃপক্ষের (এনটিআরসিএ) যাচাইয়ে ওই গ্রন্থগারিক (লাইব্রেরিয়ান)’র শিক্ষিকার সনদ জালিয়াতি ধরা পড়ে। তবে অভিযুক্ত লাইব্রেরিয়ানের বিরুদ্ধে কোন ব্যবস্থা গ্রহণ করেনি কতৃপক্ষ।

খোঁজ নিয়ে জানা গেছে, আলমডাঙ্গা পাইলট মাধ্যমিক বালিকা বিদ্যালয়ে গ্রন্থাগারিক (লাইব্রেরিয়ান) শিক্ষক পদে কুলছুম খাতুন ২০১০ সালের ৫ অক্টোবর নিয়োগ লাভ করেন। একই বছরের ১৮ অক্টোবর তিনি স্কুলে যোগদান করেন। পরবর্তীতে ২০১০ সালেই তিনি এমপিওভুক্ত হন।

কিন্তু অবশেষে এটিআরসিএর জালে আটকে যায় ভুয়া সনদধারী ওই শিক্ষিকা। সরকারি সার্কুলার অনুযায়ী নিবন্ধন সনদ যাচাইয়ের জন্য প্রেরণ করা হলে এনটিআরএ যাচাই প্রতিবেদনে ওই শিক্ষিকার নিবন্ধন সদনটি জাল ও ভুয়া বলে এনটিআরসি প্রতিবেদনে উল্লেখ করা হয়। তার এইচএসসি ভুয়া সনদে উল্লেখ করা হয়েছে কুলছুম খাতুন পিতা কাইউম উদ্দীন খাঁন। এছাড়াও সনদে সাথিয়া ডিগ্রি কলেজ ব্যবহার করা হয়। যার রোল নম্বর ১২১৯৯৪ ও রেজিষ্টেশন নম্বর ৮৫৬৫৭৬/১৯৯৫-৯৬। উচ্চমাধ্যমিক ওয়েব-সাইটে যাচাইয়ের চেস্টা করা হলে ভুল নম্বর বলে ব্যর্থ রিপোর্ট দেয়।

এদিকে, জাল সনদে চাকরিরত গ্রন্থাগারিক শিক্ষিকা কুলছুম খাতুন এমপিওভুক্তির পর দীর্ঘ ১২ বছর অবৈধপন্থায় সরকারি বেতন-ভাতা ভোগ করছেন। এছাড়াও তার বিরুদ্ধে আইনানুগ ব্যবস্থা গ্রহণ না করায় ভুয়া ওই শিক্ষিকা এখনো স্বপদে রয়েছেন বহাল-তবিয়তে। এছাড়াও তিনি গত ২০২১ সালের ১২ সেপ্টেম্বর ৬ মাসের মাতৃত্ব কালীন ছুটি নেন। সে গর্ভবতী না হয়েও ভুয়া মাতৃত্বকালীন ছুটি নিয়ে সরকারি সুযোগসুবিধা ভোগ করেন।

নাম না প্রকাশ শর্তে স্কুলের অনেক শিক্ষক-শিক্ষিকা দাবি করেন, বিগত দিন কুলছুম খাতুন প্রধান শিক্ষক মনিরুজ্জামানের নিকটতম আত্নীয় হবার সুবাদে নিয়োগ পায়। বিগত শিক্ষিকা কুলছুম নিজেকে সাবেক জামায়াতের আমির ও যুদ্ধাপরাধী মৃত্যুদন্ড প্রাপ্ত আসামী মতিউর রহমান নিজামীর ভাগ্নে পরিচয় দেয়। প্রধান শিক্ষকের ঘনিষ্ঠ হবার কারণে সহকারি শিক্ষক-শিক্ষিকাদের সাথে বিরুপ আচরণ করে প্রধান শিক্ষক মনিরুজ্জামান।

আলমডাঙ্গা মাধ্যমিক বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষক মো. মনিরুজ্জামান জানান, বিষয়টি সম্পর্কে তিনি অবগত। তবে এনটিআরসির লিখিত নির্দেশনা না আসায় এখনো ভুয়া সনদধারী শিক্ষকের বিরুদ্ধে কোন ব্যবস্থা গ্রহণ করা হয়নি। নির্দেশনা হাতে পেলে সে মোতাবেক ব্যবস্থা নেওয়া হবে বলে তিনি জানান। অভিযুক্ত গ্রন্থাগারিক শিক্ষিকা কুলছুম খাতুনের সাথে মুঠোফোনে যোগাযোগ করা হলে সম্ভব হয়নি।

এবিষয়ে আলমডাঙ্গা উপজেলা মাধ্যমিক শিক্ষা অফিসার ফজলুল হক জানান, কিছুদিন পূর্বে আমি দায়িত্ব গ্রহন করেছি। ভুয়া সনদে নিয়োগের বিষয়ে জানি না। এখন পর্যন্ত কোন অভিযোগ পাইনি। অভিযোগ পেলেই তদন্তের মাধ্যমে আসল রহস্য জানা সম্ভব হবে।

আলমডাঙ্গার ২ ইউপি নির্বাচনে নৌকার ভরাডুবি

আলমডাঙ্গার নাগদাহ ও আইলহাঁস ইউনিয়ন পরিষদ নির্বাচনে চেয়ারম্যান পদে দুজন স্বতন্ত্র প্রার্থীরা জয়ী হয়েছেন।

বৃহস্পতিবার এই দুটি ইউনিয়ন পরিষদের নির্বাচন অনুষ্ঠিত হয়।

রাতে আলমডাঙ্গা রিটানিং কর্মকর্তা ও নির্বাচন কর্মকর্তা এমএজি মোস্তফা ফেরদৌস নির্বাচনের ফলাফল ঘোষণা করেন।

চেয়ারম্যান পদে আইলহাঁস ইউনিয়নে মো. মিনহাজ উদ্দীন ৪ হাজার ৬০৫

ভোট পেয়ে বিজয়ী হয়েছেন। তার নিকটতম প্রতিদ্বন্দ্বী আওয়ামী লীগের প্রার্থী জাহিদুল ইসলাম বাদল পেয়েছেন ৪ হাজার ১৫০ ভোট।

নাগদাহ ইউনিয়নে এজাজ ইমতিয়াজ বিপুল ৪ হাজার ৮০ ভোট পেয়ে জয়ী হয়েছেন। তার নিকটতম প্রতিদ্বন্দ্বী আওয়ামীলীগের নৌকার প্রার্থী মো. হায়াত আলি পেয়েছেন ২ হাজার ৫২৭ ভোট।

আলমডাঙ্গায় ইউপি নির্বাচনকে কেন্দ্র করে দফায় দফায় সংঘর্ষ, ভাঙচুর আহত ১১

আলমডাঙ্গা নাগদহ ইউনিয়ন পরিষদ নির্বাচনকে কেন্দ্র করে আওয়ামী লীগের (নৌকা) ও স্বতন্ত্র বিদ্রোহী (চশমা)’র প্রার্থীর কর্মীদের মধ্যে দফায় দফায় ধাওয়া-পাল্টা ধাওয়ার ঘটনা ঘটেছে।

গত শনিবার (১১ মার্চ) রাত ৯টা থেকে ১১টা পর্যন্ত ইউনিয়নের জহুরুলনগর, বলিয়ারপুর নাগদহ গ্রামে এ ঘটনা ঘটে।

এ সময় আওয়ামী লীগের ‘বিদ্রোহী’ প্রার্থীর (স্বতন্ত্র) নির্বাচনী অফিস এবং কর্মীদের চারটি মোটরসাইকেল ও বাড়ি-ঘর ভাঙচুর করা হয়েছে বলে অভিযোগ উঠেছে। এতে স্কুলছাত্রীসহ বিদ্রোহী প্রার্থীর (স্বতন্ত্র) তিনজন এবং নৌকা প্রার্থীর আটজন আহত হয়েছেন। তাদেরকে উদ্ধার করে চুয়াডাঙ্গা সদর হাসপাতালে ভর্তি করা হয়েছে।
নৌকা প্রতীকের আহত আট কর্মী হলেন- বাবলুর রহমান (৫০), কেসমত আলী (৪০), আকরামুল হোসেন (৩৫), খবির উদ্দিন (৫৫), আনিছুর রহমান (৪৫), দবির আলী (৪০), মিয়া জান (৩৫) ও আব্দুস সেলিম (৪৬)। এর মধ্যে খবির উদ্দিনের শারীরিক অবস্থার অবনতি হওয়ায় কর্তব্যরত চিকিৎসক তাকে উন্নত চিকিৎসার জন্য রাজশাহী মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে রেফার্ড করেছেন।

স্বতন্ত্র প্রার্থীর আহত কর্মীরা হলেন- ইসরাইল হোসেন বুদো (৪০), তার ছেলে মামুনুর রশিদ (২৪) ও মেয়ে নবম শ্রেণির ছাত্রী

আয়েশা খাতুন (২৫)। এর মধ্যে ইসরাইল হোসেন বুদো স্বতন্ত্র প্রার্থীর বাড়িতে ভাঙচুর চালায় নৌকা প্রার্থীর কর্মীরা। এ সময় তার দুই ছেলে ও মেয়েকে বেধড়ক পিটিয়ে জখমের অভিযোগ উঠেছে।

এদিকে এ ঘটনায় পুরো এলাকা জুড়ে থমথমে অবস্থা বিরাজ করছে। অপ্রীতিকর ঘটনা এড়াতে অতিরিক্ত পুলিশ মোতায়েন করা হয়েছে বলে নিশ্চিত করেছেন আলমডাঙ্গা থানা পুলিশের ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) সাইফুল ইসলাম।

নৌকা প্রতীকের প্রার্থী মতিয়ার রহমান হায়াত আলি বলেন, জহুরুলনগর গ্রামে আমার কর্মীরা নির্বাচনী প্রচারণার কাজ করছিলেন। এ সময় স্বতন্ত্র প্রার্থী উপস্থিত থেকে তার কর্মীদের দিয়ে আমার কর্মীদের ওপর হামলা চালায়। এতে আমার কয়েকজন কর্মী আহত হয়েছেন। এছাড়া আমরা কোনো নির্বাচনী অফিস ভাঙচুর করিনি। তারা নিজেরা নিজেদের অফিস ভাঙচুর করে আমার কর্মীদের ওপর দোষ চাপাচ্ছে। এ ঘটনায় আমি থানায় অভিযোগ করব।

আওয়ামী লীগের বিদ্রোহী প্রার্থী (স্বতন্ত্র) চশমা প্রতীকের এজাজ ইমতিয়াজ বিপুল বলেন, রাতে জহুরুলনগর আমার নির্বাচনী অফিসের কাছাকাছি ছিলাম। এ সময় নৌকা প্রার্থীর ২০/৩০ জন কর্মী মোটরসাইকেলযোগে এসে আমার নির্বাচনী অফিস ও চারটি মোটরসাইকেল ভাঙচুর করে। বলিয়ারপুর গ্রামে এক কর্মীর বাড়ি ভাঙচুর করে ও তার দুই ছেলে-মেয়েকে পিটিয়ে জখম করে। এছাড়া তারা নিজেরা নৌকার অফিস ভাঙচুর করে আমাদের ওপর দায় চাপানোর চেষ্টা করছে।

চুয়াডাঙ্গা সদর হাসপাতালের জরুরি বিভাগের কর্তব্যরত চিকিৎসক ডা. আব্দুল কাদের বলেন, ১১ জনের সবার শরীরের বিভিন্নস্থানে আঘাতের চিহ্ন পাওয়া গেছে। আহতদের মধ্যে দবির আলীর শারীরিক অবস্থা আশঙ্কাজনক বলে ধারণা করছি। উন্নত চিকিৎসার জন্য তাকে রাজশাহী মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে রেফার করা হয়েছে। এছাড়া বাকিদের প্রাথমিক চিকিৎসা দিয়ে ভর্তি করা হয়েছে।

আলমডাঙ্গা থানা পুলিশের ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) বলেন, চশমা ও নৌকা প্রার্থীর কর্মীদের মধ্যে মারামারি ও ধাওয়া-পাল্টা ধাওয়ার ঘটনা ঘটেছে। বিদ্রোহী প্রার্থীর অফিস ও তার কর্মীদেরও কয়েকটা মোটরসাইকেল ভাঙচুর করেছে। এতে উভয়পক্ষের মোট ৪ জন আহত হয়েছেন বলে জেনেছি। এখনো কোনো পক্ষ অভিযোগ করেনি। অপ্রীতিকর ঘটনা এড়াতে অতিরিক্ত পুলিশ মোতায়েন করা হয়।

আলমডাঙ্গায় কৃষকলীগের কৃষক সমাবেশ অনুষ্ঠিত

মাননীয় প্রধানমন্ত্রী ও আওয়ামীলীগের সভাপতি কৃষকরত্ন জননেত্রী শেখ হাসিনা এম.পি -এর নির্দেশনায় কৃষকবান্ধব সরকারের উন্নয়নমূলক কর্মকান্ডের চিত্র গ্রামীণ জনপদে তুলে ধরতে আলমডাঙ্গা উপজেলায় কৃষক সমাবেশ-২০২৩ অনুষ্ঠিত হয়েছে।

রবিবার বিকেল ৫ টায় উপজেলা মুক্তিযোদ্ধা মঞ্চে এ কৃষক সমাবেশ অনুষ্ঠিত হয়। অনুষ্ঠানে সভাপতিত্ব করেন উপজেলা কৃষকলীগের সভাপতি এম আজিজুল হক।

প্রধান অতিথি হিসাবে উপস্থিত ছিলেন বাংলাদেশ কৃষকলীগের কেন্দ্রীয় কার্যনির্বাহী কমিটির সহ-সভাপতি বীরমুক্তিযোদ্ধা মহাবুব উল আলম।

তিনি প্রধান অতিথির বক্তব্যে বলেন- বাংলাদেশ এখন কৃষি সম্মৃদ্ধি দেশের তালিকায় অন্যতম। জননেত্রী শেখ হাসিনার হাত ধরে কৃষকলীগ সাধারণ মানুষের দৌঁড় গোড়ায় পৌছে গেছে। দেশ উন্নয়নের জোয়ারে ভাসছে।

বিশেষ অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন বাংলাদেশ কৃষকলীগের কার্যনির্বাহী কমিটির সাংগঠনিক সম্পাদক অধ্যাপক নাজমুল ইসলাম পানু, কুঠির শিল্প বিষয়ক সম্পাদক শাহিনুর রহমান, কৃষি বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি বিষয়ক সম্পাদক কৃষিবিদ আশরাফুল ইসলাম স্বপন, বেসরকারি সংস্থা বিষয়ক সম্পাদক এ্যাডভোকেট মিরুল ইসলাম, কেন্দ্রীয় কার্যনির্বাহী কমিটির সদস্য মোমিন মন্ডল, চুয়াডাঙ্গা সম্মেলন প্রস্তুতি কমিটির আহবায়ক ও জেলা কৃষকলীগের সাধারণ সম্পাদক আসাদুজ্জামান কবির, মেহেরপুর জেলা কৃষকলীগের সাধারণ সম্পাদক ওয়াসিম সাজ্জাদ লিখন, জেলা সম্মেলন প্রস্তুতি কমিটির সদস্য সচিব মোস্তাফিজুর রহমান মাজু।

অনুষ্ঠানে আরো উপস্থিত ছিলেন উপজেলা কৃষকলীগের সাধারণ সম্পাদক বজলুল করিম, সহ-সভাপতি হারুন অর রশিদ, আমিরুল ইসলাম, আব্দুর রাজ্জাক, সাংগঠনিক সম্পাদক আজিবর রহমান, পৌর কৃষকলীগের সভাপতি

বীরমুক্তিযোদ্ধা সৌমেন্দ্রনাথ সাহা, আশাদুল আলম মন্টু প্রমূখ।

আলমডাঙ্গার নাগদাহ ইউপি নির্বাচনের স্বতন্ত্র প্রার্থী বিপুল জোয়ার্দ্দারের সংবাদ সম্মেলন

আলমডাঙ্গার নাগদাহ ইউনিয়ন পরিষদ নির্বাচনে নৌকা প্রার্থীর সন্ত্রাসী কর্মকান্ডের বিরুদ্ধে সংবাদ সম্মেলন করেছেন বিদ্রোহী (স্বতন্ত্র) চেয়ারম্যান প্রার্থী এজাজ ইমতিয়াজ জোয়ার্দ্দার বিপুল।

রবিবার বিকেলে নাগদাহ গ্রামস্থ তার নিজস্ব বাসভবনের সামনে এক জনাকীর্ণ পরিবেশে তিনি সংবাদ সম্মেলন করেন।

সংবাদ সম্মেলনে লিখিত বক্তব্যে এজাজ ইমতিয়াজ বিপুল উল্লেখ করেছেন যে, আসন্ন ১১ নং নাগদাহ ইউপি নির্বাচনে তিনি স্বতন্ত্র চেয়ারম্যান প্রার্থী। তার নির্বাচনী প্রতীক চশমা। নির্বাচনে তার ব্যাপক জনপ্রিয়তা দেখে নৌকার প্রার্থী হায়াত আলী ও তার সমর্থকেরা বিভিন্ন হুমকি-ধামকিসহ তার (স্বতন্ত্র প্রার্থী) নির্বাচনী অফিস ভাংচুর করছে।

গত ১১ মার্চ শনিবার রাত আনুমানিক ৯টার সময় নৌকার সমর্থকেরা দা, লোহার রড ও বিভিন্ন দেশীয় অস্ত্র নিয়ে ইউনিয়নের জহুরুলনগর গ্রামে তার নির্বাচনী অফিসে হামলা চালায়। এ সময় জহুরুলনগর গ্রামের রিন্টু, সহিদুল ও মোবারেক নামের তার তিন সমর্থককে এলোপাথাড়ি কুপিয়ে জখম করে এবং নির্বাচনী অফিস ভাংচুর করে। এছাড়াও আরেক সমর্থক বুদোইকেও মারধর করে জখম করে।

তিনি বলেন, জহুরুলনগরে সংঘটিত ঘটনার পর ওই রাতে নৌকার সমর্থকেরা আরো সংগঠিত হয়ে ইউনিয়নে তার (স্বতন্ত্র) বিভিন্ন নির্বাচনী

অফিসে হামলা চালায়। এ ঘটনার পর নৌকা প্রার্থীর সমর্থকদের সন্ত্রাসী কর্মকান্ডে জহুরুলনগর গ্রামের তার (স্বতন্ত্র প্রার্থী) সমর্থকেরা বাড়ি থেকে বের হতে পারছে না। তারা বাড়িতে অবরুদ্ধ হয়ে পড়েছে। এ অবস্থায় নাগদাহ ইউপি নির্বাচন আদোও সুষ্ঠু হবে কিনা তা নিয়ে তিনি আশংকা প্রকাশ করেছেন।
সংবাদ সম্মেলনে এজাজ ইমতিয়াজ বিপুল নির্বাচন সংশ্লিষ্ট সকল প্রশাসনিক কর্মকর্তার সুদৃষ্টি এবং এ ব্যাপারে কঠোর পদক্ষেপ গ্রহণের জোর দাবি জানিয়েছেন।

সংবাদ সম্মেলনে উপস্থিত ছিলেন চেয়ারম্যান প্রার্থী এজাজ ইমতিয়াজ বিপুলের পিতা বর্ষিয়ান আওয়ামীলীগের নেতা নজরুল ইসলাম জোয়ার্দ্দার সোনা মিয়া, খাজাউদ্দিন, মানিক মিয়া, গোলাম মোস্তফা, বুলবুল জোয়ার্দ্দার, বাক্কা জোয়ার্দ্দার, পিন্টু মন্ডল, মজিবর রহমান, আবু বকর সিদ্দিক ও সুরুজ হোসেনসহ গ্রামবাসি।

আলমডাঙ্গায় সমাজসেবা কার্যালয়ের উদ্যোগে সুদমুক্ত ক্ষুদ্র ঋণ বিতরণ

আলমডাঙ্গা উপজেলা সমাজসেবা কার্যালয়ের উদ্যোগে পল্লী সমাজসেবা কার্যক্রমের আওতায় সুদমুক্ত ক্ষুদ্র ঋণ বিতরণ করা হয়েছে।

শনিবার উপজেলা সমাজসেবা কার্যালয়ে আয়োজিত ঋণ বিতরণী অনুষ্ঠানে সভাপতিত্ব করেন চুয়াডাঙ্গা জেলা প্রশাসক (ডিসি) আমিনুল ইসলাম খাঁন ।

অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথির বক্তব্য রাখেন সমাজ সেবা অধিদফতরের মহা- পরিচালক (গ্রেড-১) ড. আবু সালেহ মোস্তফা কামাল। তিনি বলেন,সরকার সামাজিক সুরক্ষার জন্য সমাজ সেবা অধিদপ্তর থেকে অসংখ্য কর্মসুচি গ্রহন করেছেন।তিনি আরো বলেন গ্রামীন ব্যাংকের ২ বছর আগে থেকে আমরা সুদমুক্ত ক্ষুদ্র ঋন বিতরন করছি,অথচ গ্রামীন ব্যাংক

সুদযুক্ত ঋন দিয়েও নোবেল পুরস্কার পেল। আমরা অসহায় মানুষের পাশে সব সময় দাড়িয়েছি,এখনও আছি।

জাতীর পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান সমাজ সেবা অধিদপ্তরকে ঢেলে সাজিয়েছিল,তখন থেকে গরীব অসহায় মানুষদের এই দপ্তরের মাধ্যমে সেবা দিয়ে আসছে। বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান নেই,কিন্ত তার সুযোগ্য কন্যা মাননীয় প্রধান মন্ত্রী সমাজ সেবা অধিদপ্তরের মাধ্যমে সামাজিক সকল প্রকার সুরক্ষা করে চলেছেন। আমি এই দপ্তরের দায়িত্ব নেবার পর দেখলাম এই অঞ্চল খুবই অবহেলিত। এখানে অনেকে বলছেন উপজেলা পরিষদের রাস্তাটি সংস্কার করা হয়না,আপনারা প্রকল্প গ্রহন করে জেলা প্রশাসকের মাধ্যমে পাঠান আমি স্থানীয় সরকার মন্ত্রনালয়ের সচিব কে বলে করে দেব,উনি আমার ব্যাচমেট। আসলে উপর স্তরে আমাদের লোক নেই,আজ নোয়াখালি,কুমিল্লার লোকদের দিকে তাকান দেখবেন সচিব,থেকে পিয়ন পর্যন্ত সব তারা।আমি মনে করি একজন চাকরি জীবির সৎতাই সব চাইতে বড় হাতিয়ার,আমি সৎ হলে যে কোন কাজ করতে আমাকে বেগ পেতে হবে না। জেলা প্রশাসক আমিনুল ইসলাম আমার সাথে একই মন্ত্রনালয়ে চাকরি করেছে,সে খুব একটিভ কর্মকর্তা।তাকে আপনারা ব্যাবহার করে কাজ করিয়ে নেন।

এসময় আরো বক্তব্য রাখেন খুলনা বিভাগীয় সমাজ সেবা কার্যালয়ের পরিচালক মোঃ আব্দুর রহমান,উপজেলা পরিষদের চেয়ারম্যান আয়ুব হোসেন, পৌর মেয়র হাসান কাদির গনু, জেলা সমাজ সেবা কার্যালয়ের উপ-পরিচালক সিদ্দিকা সোহেলী রশীদ, উপজেলা নির্বাহি অফিসার (ভারপ্রাপ্ত) রেজওয়ানা নাহিদ, উপজেলা পরিষদের ভাইস চেয়ারম্যান সালমুন আহম্মেদ ডন, মহিলা ভাইস-চেয়ারম্যান কাজী মারজাহান নিতু,প্রেসক্লাবের সাধারন সম্পাদক হামিদুল ইসলাম আজম,বীর মুক্তিযোদ্ধা মইনদ্দিন পারভেজ,উপজেলা আওয়ামীলীগের সাধারন সম্পাদক ইয়াকুব আলী মাষ্টার।

অনুষ্ঠানে আরো উপস্থিত ছিলেন উপজেলা আওয়ামীলীগের সভাপতি আবু মুছা, বীরমুক্তিযোদ্ধা আলহাজ্ব শেখ নুরমোহাম্মদ জকু, চেয়ারম্যান এ্যাসোসিয়েশনের সভাপতি মোজাহিদুর জোয়াদ্দার লোটাস প্রমূখ।

উপজেলা পল্লী সমাজসেবা কার্যক্রমের আওতায় মোট ৪৪ জনের মধ্যে ৮ লক্ষ ২২ হাজার টাকা সুদমুক্ত ক্ষুদ্র ঋণ বিতরণ করা হয়। একই দিন বিভিন্ন এতিম শিশুদের মাঝে উপকরণ প্রদান করা হয়।

আলমডাঙ্গায় ইউপি চেয়াম্যান ও সচিবসহ ৪ জনের বিরুদ্ধে অর্থ আত্মসাতের মামলা

চুয়াডাঙ্গার আলমডাঙ্গা উপজেলার চিৎলা ইউনিয়ন পরিষদের চেয়ারম্যান হাসানুজ্জামান সরোয়ার ও সচিব মুছাব আলীসহ চারজনের বিরুদ্ধে সরকারের বিভিন্ন প্রজেক্টের অর্থ আত্মসাৎ এর অভিযোগ তুলে মামলা করেছেন অত্র ইউনিয়ন আ.লীগের সভাপতি আব্দুল বাতেন।

গত ২২ ফেব্রুয়ারী চুয়াডাঙ্গা জেলা দায়রা জজ জিয়া হায়দার মামলাটি গ্রহন করেন এবং বাদীর শুনানি গ্রহন করেন।

মামলার অন্যান্য আসামীরা হলেন, আলমডাঙ্গা উপজেলার চিৎলা ইউনিয়ন পরিষদের ইউপি সদস্য আয়নাল হক (২ নং ওয়ার্ড) ও ইউপি সদস্য নিজাম উদ্দিন (৪ নং ওয়ার্ড)।

মামলা সুত্রে জানা যায়, চিৎলা ইউনিয়নের সরকারি প্রজেক্টের অর্থ আত্মসাৎ এর অভিযোগ তুলে চেয়ারম্যানসহ চারজনের বিরুদ্ধে ২২ সালের ২৫ সেপ্টম্বর দূর্নীতি দমন কমিশন সেগুন বাগিচা, ঢাকা বরাবর একটি অভিযোগ দায়ের করেন আব্দুল বাতেন। পরবর্তীতে ২২ সালের ৩ অক্টোবরে একই অভিযোগ আবারো পাঠানো হয়। একই সালের ২৭ অক্টোবর অভিযোগ কোন পর্যায়ে আছে জানতে তথ্য অধিকার আইনে দমন কমিশন সেগুন বাগিচা, ঢাকা বরাবর আবেদন করেন বাদিপক্ষ। পরবর্তীতে ২৭ নভেম্বর অভিযোগটি নথিভুক্ত করা হয়েছে বলে দুদক জানায়।

একই সালের ১৩ ডিসেম্বর বাদিপক্ষ অভিযোগটি নথিভুক্ত না রাখিয়া ও সঠিকভাবে যাচাইবাছাই ও প্রাথমিক অনুসন্ধানের প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহনের অনুরোধ করে দুদকের প্রধান কার্যলয়ে একটি দরখাস্ত করেন। সেখানেও কোন কর্ণপাত না করলে মহামান্য হাইকোর্টে একটি রিট পিটিশন (১৫৪/২০২২) দায়ের করেন।

এরপর ২৩ সালের ১৭ জানুয়ারি মহামান্য হাইকোর্টের বিচারপতি মো. নজরুল ইসলাম তালুকদার ও বিচারপতি খিজির হায়াতের গঠিত বেঞ্চ উক্ত

রিট মামলাটি স্থানীয় নিম্ন আদালতকে প্রযোজনীয় ব্যবস্থা গ্রহনের আদেশ দেন। একই সাথে হাইকোর্ট চুয়াডাঙ্গা সিনিয়র স্পেশাল জজ আদালতকে মামলা নেয়ার জন্য নির্দেশনা দেন। আদেশের পর গত ২২ ফেব্রুয়ারী চুয়াডাঙ্গা জেলা দায়রা জজ জিয়া হায়দার মামলাটি গ্রহন করেন এবং বাদীর শুনানি গ্রহন করেন।

বাদিপক্ষের আইনজীবি চুয়াডাঙ্গা জজ আদালতের এডভোকেট শফিকুল ইসলাম শফি বলেন, বাদিপক্ষ হাইকোর্ট থেকে একটি অর্ডার নিয়ে এসেছেন, সেখানে বলা হয়েছে, চুয়াডাঙ্গা দায়রা জজ মামলাটি গ্রহন করে দুদকে তদন্ত দেয়ার জন্য। পরে চিৎলা ইউনিয়ন পরিষদের চেয়ারম্যান, সচিব সহ চারজনের বিরুদ্ধে দূর্নীতি দমন আইনে মামলাটি গ্রহন করেছেন এবং তদন্তের জন্য কুষ্টিয়া দূর্নীতি দমন পরিচালককে নির্দেশনা দিয়েছেন। আগামী সপ্তাহে দুদকের একটি টিম অত্র ইউনিয়নে তদন্তে যাবে।

চিৎলা ইউনিয়ন পরিষদের চেয়ারম্যান হাসানুজ্জামান সরোয়ার বলেন, ইউনিয়ন পরিষদে বর্তমান কার্যাক্রম সরকারি নিয়ম মেনেই করা হচ্ছে। যদি কেউ কোন বিষয়ে বলে তারা আমার বিরোধী পক্ষ। সে নির্বাচনের মাঠে ছিল আমার প্রতিপক্ষ হিসেবে। আমি জিতে গেছি, সে হেরে গেছে। হয়তো বা এরই শক্রতামূলকভাবে আমাকে হেনস্থা করতে পারে।

আলমডাঙ্গায় মালিকানা জমিতে উচ্ছেদ অভিযানের অভিযোগ

আলমডাঙ্গার বধ্যভূমি পার্ক ও জাদু ঘর নির্মাণের নামে জোরপূর্বক মালিকানা জমি দখল, বাড়ি ঘর উচ্ছেদ’র অভিযোগ উঠেছে। কোর্টের আদেশ না মেনে উপজেলা প্রশাসন সরকারি খাস জমি দখলের নামে জোরপূর্বক এ উচ্ছেদ অভিযান পরিচালনা করেছে। সরকারি খাস জমি দখলের নামে মালিকানা উচ্ছেদের ঘটনায় ভুক্তভোগী মন্টু মিয়া সাংবাদিকের নিকট লিখিত অভিযোগ করেছে।

অভিযোগ সূত্রে জানাযায়, আলমডাঙ্গা কুমারি ইউনিয়নের লালব্রিজ সংলগ্নে বধ্যভূমি নিকটস্থ পার্ক ও জাদুঘর নির্মাণের প্রস্তুতি

চলছে। নির্মাণ কর্মযজ্ঞকে ঘিরে সরকারি খাসজমি সংগ্রহ করছে উপজেলা প্রশাসন।

বধ্যভূমি স্মৃতিস্তম্ভ সংলগ্নে ১৯৬২ সালের এস,এ রেকর্ড অনুযায়ী ১২৯৫ খতিয়ানে মোট জমির পরিমান ২ একর ৫৬ শতক। এ জমির মালিক মৃত আবুল হোসেন গং। আর, এস ২৯১ খতিয়ান ভুক্ত ১৯৩৩ দাগের ৩৬ শতক জমি খাস খতিয়ানের মাধ্যমে রেকর্ডভুক্ত হয়।

তবে সরকারি ১ নম্বর খাস খতিয়ান ভুক্ত ১৯২২ নম্বর দাগে ভুক্তভোগীর ৩৬ শতক জমি ভুলক্রমে রেকর্ড হয়ে যায়। রেকর্ডভুক্ত জমি নিয়ে ২০২১ সালে বিজ্ঞ আলমডাঙ্গা সহকারী জজ আদালতে মামলা দায়ের করেন। রেকর্ড সংশোধনী মামলাটি আদালতে চলমান রয়েছে।

গত ৬ ফেব্রুয়ারি উপজেলা প্রশাসনের সহকারী কমিশনার (ভূমি) রেজওয়ানা নাহিদ স্বাক্ষরিত আলমডাঙ্গা বধ্যভূমি সংলগ্ন ভুক্তভোগী মন্টু মিয়ার নামে সরকারি জমি হতে অবৈধ স্থাপনা উচ্ছেদের নোটিশ পাঠানো হয়।

পরবর্তীতে গত ৯ ফেব্রুয়ারি মন্টু মিয়া বাদি হয়ে দাবিকৃত জমি সঠিক পরিমাপের জন্য উপজেলা সহকারী কমিশনার (ভূমি)’র নিকট নোটিশ পাঠায়। নোটিশের জবাব না দিয়ে উপজেলা নির্বাহি অফিসার রনি আলম নুর ও সহকারী কমিশনার (ভূমি) রেজওয়ানা নাহিদ উপস্থিত থেকে উচ্ছেদ অভিযান পরিচালনা করে।

ভুক্তভোগী মন্টু মিয়া বলেন, পৈত্রিক সম্পত্তি থেকে অবৈধ ভাবে আমার বসতবাড়িতে উচ্ছেদ করেছে। প্রায় ৫ লক্ষাধিক টাকার ক্ষয়ক্ষতি হয়েছে। এবিষয় উর্ধতন কর্মকর্তাদের সহায়তা কামনা করছি।

এবিষয় উপজেলা সহকারী কমিশনার (ভূমি) রেজওয়ানা নাহিদ জানান, যথাযথ আইনুযায়ী উচ্ছেদ অভিযান পরিচালনা করা হয়েছে। তিনি আরো বলেন, বিজ্ঞ আদালতের মাধ্যমে উচ্ছেদের বিষয়ে নোটিশ পাঠিয়েছে। সময় অনুযায়ী আদালতে জবাব পাঠানো হবে।

আলমডাঙ্গার নাগদাহ ও আইলহাস ইউপি নির্বাচনে প্রার্থীদের মাঝে প্রতীক বরাদ্দ

আলমডাঙ্গা উপজেলার নাগদাহ ও আইলহাঁস ইউপির নির্বাচনে প্রার্থীদের মাঝে প্রতীক বরাদ্দ সম্পন্ন হয়েছে।

মঙ্গলবার নির্বাচন কর্মকর্তার অফিস কক্ষে প্রার্থীদের উপস্থিতিতে উপজেলা রিটার্নিং কর্মকর্তা এমএজি মোস্তফা ফেরদৌস উপজেলার ২টি ইউনিয়নের ১২ চেয়ারম্যান প্রার্থীদের মাঝে প্রতিক বরাদ্ধ করেন।

নগদাহ ইউনিয়নে ৯ প্রার্থীর মধ্যে আওয়ামীলীগ মনোনীত প্রার্থী, মোঃ হায়াত আলী (নৌকা প্রতিক), স্বতন্ত্র প্রার্থী দারুস সালাম(মটর সাইকেল প্রতিক), আলমগীর হোসেন (রজনীগন্ধা প্রতিক), মোহাম্মদ হাবিবুল্লাহ (আনারস প্রতিক), মোহাম্মদ আতিকুর রহমান (ঘোড়া প্রতীক), আওয়ালুজ্জামান (আটো রিক্সা প্রতিক), মোঃ মিশর আলী (টেলিফোন প্রতিক), মোহাম্মদ এজাজ ইমতিয়াজ বিপুল(চশমা প্রতিক), মোহাম্মদ আবুল হোসেন (টেবিল ফ্যান)

আইলহাঁস ইউনিয়নে ৩ প্রার্থীর মধ্যে আওয়ামীলীগ মনোনীত প্রার্থী, মোঃ জাহিদুল ইসলাম বাদল (নৌকা প্রতিক) ও স্বতন্ত্র প্রার্থী মোহাম্মদ বিল্লাল গনি (আনারস প্রতিক) ও মিনাজ উদ্দিন বিশ্বাস (চশমা প্রতিক)।

একই দিন উপজেলার ২টি ইউনিয়নের সংরক্ষিত আসনের মহিলা ২৩ জন ও সাধারণ সদস্য ৫১ জন প্রার্থীদের মাঝেও উপজেলা নির্বাচন অফিস বিভিন্ন প্রতিক বরাদ্দ করেন।

উপজেলা নির্বাচন অফিসার ও রিটানিং কর্মকর্তা এম, এ, জি মোস্তফা ফেরদৌস বলেন,নির্বাচন কমিশনের ঘোষিত তপশিল অনুযায়ী আগামী ১৬ মার্চ দ্বিতীয় ধাপে আলমডাঙ্গা উপজেলার ২টি ইউনিয়নে শান্তিপূর্ণভাবে ও সুষ্ঠভাবে নির্বাচন সম্পন্ন করার জন্য সকলের সহযোগিতা কামনা করছি। সেই সাথে সকলকে নির্বাচনী আচরণ বিধি মেনে চলার আহবান জানাচ্ছি।

আলমডাঙ্গায় দিনব্যাপী প্রাণিসম্পদ সেবা সপ্তাহ ও প্রদর্শনীর উদ্বোধন

‘স্মার্ট লাইভস্টক, স্মার্ট বাংলাদেশ’ প্রতিপাদ্য নিয়ে আলমডাঙ্গা মৎস্য ও প্রাণিসম্পদের উদ্যোগে দিনব্যাপী সেবা সপ্তাহ ও প্রদর্শনী- ২০২৩ অনুষ্ঠিত হয়েছে।

রবিবার (২৬ফেব্রুয়ারি) বেলা ১১টায় উপজেলা প্রাণিসম্পদ দফতর ও ভেটেনারি হাসপাতালে এ প্রদর্শনী অনুষ্ঠিত হয়। অনুষ্ঠানটি বিকেল ৩ টায় সমাপনী অনুষ্ঠানের মাধ্যমে পুরস্কার বিতরণ করা হয়।

প্রাণিসম্পদ অধিদফতরের বাস্তবায়নে প্রাণিসম্পদ ও ডেইরি উন্নয়ন প্রকল্পের (এলডিডিপি) সহযোগীতায় ও উপজেলা প্রাণিসম্পদ দফতর ও ভেটেনারি হাসপাতালের বাস্তবায়নে প্রদর্শনী অনুষ্ঠানে সদর উপজেলা সহকারী কমিশনার (ভূমি) রেজওয়ানা নাহিদের সভাপতিত্বে বিকেল ৩ টায় প্রাণীসম্পদ প্রদর্শনী -২০২৩ এর সমাপনী অনুষ্ঠান অনুষ্ঠিত হয়।

প্রাণীসম্পদ প্রদর্শনী-২০২৩ এর সমাপনী অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন চুয়াডাঙ্গা জেলা আওয়ামীলীগের সভাপতি বীরমুক্তিযোদ্ধা সোলায়মান হক জোয়াদ্দার ছেলুন এমপি।

বিশেষ অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন উপজেলা পরিষদের চেয়ারম্যান আয়ুব হোসেন, জেলা আওয়ামীলীগের সাবেক সাংগঠনিক সম্পাদক লিঠু বিশ্বাস, উপজেলা আওয়ামীলীগের সভাপতি আবু মুছা, সাধারণ সম্পাদক ইয়াকুব আলী মাস্টার, উপজেলা পরিষদের ভাইস চেয়ারম্যান সালমুন আহম্মেদ ডন, মহিলা ভাইস চেয়ারম্যান কাজী মারজাহান নিতু, কৃষি সম্প্রসারণ কর্মকর্তা সোহেল রানা, প্রাণীসম্পদ কর্মকর্তা আব্দুল্লাহীল কাফি, থানার অফিসার ইনচার্জ ওসি সাইফুল ইসলাম, বীরমুক্তিযোদ্ধা জকু, প্রকল্প বাস্তবায়ন কর্মকর্তা এনামুল হক, পৌর আওয়ামীলীগের সভাপতি দেলোয়ার হোসেন,সাংগঠনিক সম্পাদক সাইফুল ইসলাম পিন্টু, প্রাণীসম্পদ সম্প্রসারণ কর্মকর্তা ডা. বাইজিদ খন্দকার।

প্রদর্শনীতে ৫০টি ষ্টলে ৭০ জন খামারি গরু, মহিষ, ছাগল, ভেড়া, হাঁস, মুরগিসহ বিভিন্ন প্রজাতির পাখি ও প্রাণীর প্রদর্শনসহ প্রাণীসম্পদ উন্নয়নে বিভিন্ন দিক নির্দেশনা দেওয়া হয়।